দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা বলুন—

বেশ কিছু দিন ধরে এ কলামে দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ড ও পরীক্ষা সম্পর্কে লিখেছি। অনেক কিছু জানতে চেয়েছি শিক্ষা বোর্ডের কাছে। দয়া করে তারা কিছুই জানাননি।

লিখেছি শিক্ষকদের সম্পর্কে। এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক কথা হয়েছে। বোর্ডের নির্দেশ ছিল কোন কলেজ শিক্ষক তার কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শক বা তত্ত্বাবধায়ক হতে পারবেন না। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা এ নির্দেশে অপমানিত বোধ করেছিলেন। প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। আমরাও তাদের পক্ষে লিখেছিলাম। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ নির্দেশ প্রত্যাহার করেছিলেন।

বোর্ডের নির্দেশে আরো বলা হয়েছিল, কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে বহিরাগতদের কারণে পরীক্ষা ভন্ডুল হলে ঐ পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল হবে। এমনকি ঐ কলেজে অনুদানও বন্ধ হতে পারে।

এ নির্দেশ সঠিক মনে হয়নি। এ নির্দেশ প্রত্যাহারের জন্য এ কলমে লিখেছিলাম। সে নির্দেশ প্রত্যাহার হয়নি। এ নির্দেশ মেনে নিয়েই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা পরীক্ষায় পরিদর্শক হয়েছেন। পরীক্ষায় তত্ত্বাবধায়ক হয়েছেন।

আমি শিক্ষক সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়েই মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা সকলেই পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে। সকলেই নকল বন্ধ করতে চান। ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভুয়া শিক্ষক এবং ভুয়া ছাত্রের দাপট বন্ধ করতে চান। আমি এও জানি, এ কাজটি সহজ নয়। এবং জেনেশুনেই আপনারা কঠিন কাজে নেমেছেন। আপনাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বলতে চাই যে, আপনাদের উপর যেন আস্থা রাখতে পারছি না। আমার আস্থা–অনাস্থার ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ভুয়া পরীক্ষার্থীদের সম্পর্কে।

ঘটনাটা খুলেই বলা যাক। ঘটনাটি ঘটেছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে। এ ঘটনার সাথে জড়িত রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড, একটি কলেজ, এমনকি একটি জেলার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ। আমি আমার আজকের লেখায় শুধু মাত্র কিছু ইঙ্গিত দিতে চাই। কোন সঠিক নামধাম আমি দেব না। কারণ আমি জানি আক্কেলমন্দদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

ধরা যাক কলেজটি রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত। এই জেলা সীমান্তবর্তী এলাকা। এই জেলার সীমান্তবর্তী একটি থানায় প্রচুর ধান ফলে। এ থানায় বড় বড় জমির মালিকদের বাস। এই থানায় দু'টি বেসরকারী কলেজ আছে। এর কোন কলেজেই সরকারী অনুদান পায় না। এর একটি কলেজে এবার এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র হয়েছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা চারশ। এই কলেজের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দেখান হয়েছে মাত্র সত্তর। বহিরাগত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তিন শত ত্রিশ। অভিযোগ হচ্ছে এই চারশ ছাত্রকে এই কেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য উর্ধ্বতন একটি মহলকে মাথা প্রতি চার হাজার টাকা দিতে হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার জন্য প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে দিতে হয়েছে মাথা প্রতি ৭০০ টাকা।

দ্বিতীয় অভিযোগ : এই পরীক্ষা কেন্দ্রে এমন একজন ছাত্র পরীক্ষা দিচ্ছে যাকে গত বছর দু'বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। গত বছর পার্শ্ববর্তী একটি সরকারী কলেজ থেকে সে এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিল। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছিল।

তৃতীয় অভিযোগ : এই পরীক্ষা কেন্দ্রে কতিপয় দূর–দূরান্তের মহিলা পরীক্ষা দিচ্ছেন। তাদের অনেকেরই আত্মীয় জেলা সদরের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা।

এ কেন্দ্র সম্পর্কে আরো অভিযোগ আছে। অভিযোগ আছে ভিজিল্যান্স টিম নিয়ে। এই ভিজিল্যান্স টিমকে নাকি অনুরোধ করা হয়েছে কতিপয় পরীক্ষার্থী সম্পর্কে উদার মনোভাব গ্রহণের। এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান একান্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

আমার এ অভিযোগ সম্পর্কে আমি শতকরা একশ' ভাগ নিঃসন্দেহ। এ ব্যাপারে আগেও লিখতে পারতাম। কিন্তু পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে বলে কাউকে বিপর্যস্ত করতে চাইনি। কারো মনোবেদনার কারণ হতেও চাইনি। চাইনি কাউকে পরীক্ষাকালে অসম্মান করতে। আমার এ লেখা যখন প্রকাশিত হবে তার আগেই মানবিক বিভাগের পরীক্ষা শেষ হবে। শেষ হবে বিজ্ঞান বিভাগের লিখিত পরীক্ষা। তাই আমার অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়া হলেও পরীক্ষাকালে কেউ বিপর্যস্ত হবে না।

অনেকেই প্রশ্ন করবেন এ ধরনের ঘটনা কি রাজশাহী বিভাগের সীমান্তবর্তী জেলার সীমান্তবর্তী থানাটিতেই ঘটেছে? আর কোথাও কি এমন ঘটনা ঘটেনি? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি সারা দেশের ঘটনা জানি না। তবে শুনেছি যে, রাজধানী ঢাকার কিছু কিছু নামজাদা কলেজেও নাকি সকল পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় সদুপায় অবলম্বন করেনি। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের ঘটনা নাকি দেদার ঘেটেছে। তবে বড় কলেজ, ভাল কলেজ, মর্যাদাসম্পন্ন কলেজ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কলেজ বলে সকল ঘটনা নাকি বাইরে আসেনি। তাই এ ব্যাপারে বলা মুশকিল।

তবে একথা সত্য যে বিপদ হয় গ্রাম–গাঁয়ের কলেজ-গুলির। এরা কোন কাজই ঢাকঢোল না পিটিয়ে করতে পারে না। যে কলেজে কোন দিন ক্লাস হয় না, শিক্ষক নেই বললেই চলে, সেই কলেজে চার'শ পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা-কেন্দ্রে বসালে বিপদত হবেই। হয়ত আজ পাড়াগাঁ বলেই ইংরেজী সফেসটিকেশন শব্দটির সাথে আদৌ এদের পরিচয় নেই। নইলে এমন খবর কয়েক শ মাইল দূরের দৈনিক বাংলার দফতরে পৌঁছায় কি করে?

আমি বিশ্বাস করি আমার বক্তব্যে সূত্র ধরে কলেজটি এবং পরীক্ষা কেন্দ্রটি খুঁজে বের করা খুব কঠিন হবে না। তবে এর পরেও আমি আশা করব যে রাজশাহীর শিক্ষা-বোর্ড সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও জেলা কর্তৃপক্ষ এমন তথ্য পরিবেশন করবেন যার ফলে আমার পাওয়া খবর মিথ্যা প্রমাণিত হবে। এবং আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা করতে পারব।

—নির্মল সেন